ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা 04 MAR 2008

একুশে বইমেলার অর্জন: বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইবার পদক্ষেপ প্রয়োজন

বাংলা একাডেমীতে সদ্য সমাপ্ত ফেব্রুয়ারির একুশে বইমেলায় এবারের সাফল্য সংবাদমা মাসব্যাপী নিয়মিত তুলিয়া ধরা হইয়াছে। আনন্দের বিষয়, মহান একুশকে ঘিরিয়া জাতীয় জী এই বইমেলার গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃ বইমেলা হইয়া উঠিয়াছে একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। বিগত বছরগুলির তুলনায় এই ব বইমেলার সাফল্য নানা নিরিখেই খুশি হইবার মত। মেলায় বই বিক্রির পরিমাণ ২০ কোটি ছাড়াইয়া গিয়াছে। গত বছর বই বিক্রি হইয়াছিল ১০ কোটি টাকার। এইবারে নূতন প্রকাশিত হইয়াছে আড়াই হাজারেরও বেশি।

২৫ লক্ষেরও অধিক দর্শক সমাগম ঘটিয়াছে এবারের বইমেলায়। দর্শক সমাগমের বি একুশে বইমেলার সহিত জাতির প্রাণস্পন্দনের সম্পর্কটি সহজেই অনুমান করা যায়। বইমেলার সাময়িক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছাড়াও রেকর্ড পরিমাণ বই বিক্রয়ের মধ্যে দেশের প্রকাশনা-শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবার স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। দেশের অর্থনীতি মন্দাত্র দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ দিশেহারা, তদুপরি দেশে এখন জরুরি অবস্থা। ফলে এ বইমেলার সাফল্য লইয়া আশঙ্কা ছিল প্রকাশকদের। কিন্তু মাত্র ২৮ দিনে ২০ কোটি টাক অধিক বই বিক্রয় নিঃসন্দেহে দেশের প্রকাশনা শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিয়া উজ্জীবিত বোধ করিতেছেন এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই। জনপ্রিয় ধারার কিছু বই ছাড় এবারে মেলায় মননশীল বইয়ের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাংলা একাডে একুশে বইমেলায় মূলত রাজধানীর মধ্যবিত্ত পাঠকরাই ভিড় জমায় এবং বই ক্রয় করে। গে দেশে এবং দেশের বাহিরেও বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা গণনায় ধরিলে বাংলা বইয়ের বাজা অমিত সম্ভাবনাকে আঁচ করিতে কষ্ট হইবে না কাহারও। আমরা মনে করি, জাতির মেধা, মনন সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যেই এই সম্ভাবনাকে সর্বতভাবে কাজে লাগাইবার সময় আসিয়াছে।

একুশে বইমেলার সাংগঠনিক ও কিছু চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের সীমাবদ্ধতার কারণে বৃহত্তর পরি এই মেলাকে আন্তর্জাতিক বইমেলায় উন্নীত করিবার দাবিটি এবারেও জোরেশোরে উঠিয়া একই সঙ্গে বইমেলাকে ঢাকার বাহিরেও ছড়াইয়া দিতে হইবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এক স নিয়মিতভাবে ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক বইমেলার আয়োজন করি গ্রন্থোন্নয়নের স্বার্থে সংস্থাটির এইরূপ কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। তবে প্রকাশনার উন্নয়ন ও বইয়ের বাজার সম্প্রসারণের জন্য শুধু সরকারি সংস্থা কিংবা উদ্যোগের উপর নি করিয়া থাকিলে চলিবে না। এইক্ষেত্রে বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলিকেও সংগঠিত পদক্ষে লইতে হইবে। বই প্রকাশনা ও বইয়ের বাজার প্রধানত একুশে মেলাকেন্দ্রিক ও মৌসুমি হ পড়ায় তাড়াহুড়া করিয়া প্রচুর নিম্নমানের বই প্রকাশের অভিযোগ উঠিতেছে। দেশের প্রকাশ শিল্পের বিকাশের জন্য ইহা ভাল লক্ষণ নহে। সারা বৎসরই প্রকাশকরা যাহাতে পরিকল্পিত মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করিতে পারেন এবং বইয়ের বিক্রয় ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র প্রাণবন্ত থা তাহার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে সমন্বিত এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ লওয়া প্রয়োজন।